মৃগেন্দ্র বিহরে যেন গজেন্দ্রমণ্ডলে
দানবগণের মধ্যে যেন আগুনে।
দণ্ডহাতে যম যেন, বজ্রহাতে ইন্দ্র
খেদাড়িয়া লৈয়া যায় সব নৃপবৃন্দ।
যে দিগে বৃকোদর সৈন্য যায় খেদি
দুই দিগে তট যেন মধ্যে হয় নদী।
যতেক দেখিয়া সৈন্য রক্তে হৈল রাঙ্গা
খরশ্রোতে রক্ত বহে ভাদ্রে যেন গঙ্গা।
ব্যাঘ্র যেন খেদি যায় ছাগলের পাল
পলায় যতেক রাজা নাহি বান্ধে বাল।
সঙ্গেতে থাকয়ে যার সদা নৃপবৃন্দ
ত্রিংশ অক্ষোহিনিপতি রায় জরাসিন্ধু।
একাদশ অক্ষোহিনিপতি দুর্যোধন
সাত অক্ষোহিনিপতি বিরাট রাজন

পঞ্চ অক্ষোহিনিপতি যায় শিশুপাল
নব অক্ষোহিনিপতি কলিঙ্গভূপাল।
বিভু অনুবিভু চারি অক্ষোহিনিপতি
কোথা গেল রথ গজ তুরঙ্গ পদাতি।
একা একি প্রাণ লৈয়া সভাই পলায়
আইলাং বলি পাছে নাহি চায়।
মুকুট পড়িল খসি কার রথের ধনুক
তুলিয়া লইতে কেহ নাহি বান্ধে বুক।
উর্দ্ধশ্বাসে ধায় সভে পাছে নাহি দেখে
মারং বলিয়া ভীম বীর ডাকে।
নির্দ্দয় নিষ্ঠুর বড় কঠিন হৃদয়।
জন্তু বধিল যেন মৃগপতি নির্দ্দয়।
শরন লইনু বেগে মারে আছাড়িয়া
...রে রক্ষা নাই মারিল বাড়িয়া।

ঘুরাইয়া বৃ[illegible] [illegible]রিল সব্যহাতে
খসিয়া পরিল গদা গুরুতর ঘাতে।
নিরস্ত্র হইল শল্য কিছু নাহি আর
লাফ দিয়া ধরে তারে পবনকুমার।
শল্যেরে ধরিল ভীম স্কন্ধে ফেলি বৃক্ষ
পায় ধরি তাহারে ঘুরায় অন্তরিক্ষে।
দেখিয়া হাসয়ে যত রাজগণ সবগুলি
টিটকারি দিয়া নাচে দিয়া করতালি।
অরে২ দুষ্টগণ অকর্ম্ম করিলে
তাহার উচিত ফল হাতে২ পাইলে।
দয়াযুক্ত হৈয়া তবে যতেক ব্রাহ্মণ
তাড়২ বলিয়ে করিল নিবারণ।
এই যদুপতি সদা ব্রাহ্মণ সেবয়ে
তেকারনে সাধি বারে উচিত না হয়।

অর্জ্জুন কর্ণের যুদ্ধ লোকে অনুপম
পূর্ব্বে যেন যুদ্ধ হইল রাবণ শ্রীরাম।
যেন বৃত্র বৃত্রহা মাধব ও মাধব
বালি সুগ্রীবেতে কিবা গজেন্দ্র কচ্ছপ।
নানা অস্ত্র দুই জনে দোঁহারে যোদায়
দূরে রহি রাজাগণ দাণ্ডাইয়া চায়।
ক্রোধে ধনঞ্জয় বীর অতুল প্রতাপ
একবাণে সৃজিলে সহস্র সহস্র সাপ।
মহাশব্দে আইসে সর্প ঘুরিয়ে আকাশ
দেখিয়ে নৃপতিগণে লাগিল তরাস।
হাসিয়ে গরুড় অস্ত্র এড়ে বীর কর্ণ
সকল ভুজঙ্গ ধরি গরাসে সুপর্ণ।
শতং খগবর উড়য়ে আকাশে
ভুজঙ্গ গিলিয়ে পাখে গিলিতে আইসে।

সুচিমুখ অর্দ্ধচন্দ্র পরশু তোমরে
জাঠা জাঠি শক্তি শেল মুষল মুদ্গর ।
নানা অস্ত্র ফেলে দোঁহে যেবা যত জানে
মুষলধারায় যেন বরিষে শ্রাবণে ।
ঢাকিল সূর্য্যের তেজ না দেখিয়ে আর
দিন দুইপ্রহরে হইল ঘোর অন্ধকার ।
আকাশে প্রশংসা করে যতেক অমর
বিস্মিত নৃপতি যত দেখিয়া সমর ।
বিস্মিত হইয়া কর্ণ বলয়ে বচন
কহ তুমি বেশধারি কি হেতু ব্রাহ্মণ ।
কিম্বা ভস্মানলে ছদ্মরূপে সহস্রাক্ষ
কিম্বা তুমি জগন্নাথ কিম্বা বিরূপাক্ষ ।
কিম্বা তুমি ধনুর্ব্বেদ কিম্বা তুমি রাম
কিম্বা তুমি জয়ন্ত পাণ্ডবার্জ্জুন নাম ।

আকর্ন পুরিয়া কর্ন এড়িলেক বান
অর্দ্ধপথে ধনঞ্জয় কৈল খান২ ।
যত অস্ত্র ফেলে কর্ন তত ফেলে কিরীটী
নিরস্ত্র করিয়া অস্ত্র এড়িলে কিরিটী ।
চারিবানে কাটিল রথের চারি হয়
সারথি কাটিল তার বীর ধনঞ্জয় ।
বিরথি হইল কর্ন যুদ্ধের ভিতর
হাহাকার করি ধায় যত নৃপবর ।
কর্নরক্ষাহেতু সব বেড়িল অর্জুনে
হাসিয়া অর্জুন অস্ত্র কৈল বরিষনে ।
বরিষার কালে যেন বরিষয়ে মেঘ
দিনকর তেজ যেন সব ঠাঞী লাগে ।
কারু২ অঙ্গে অস্ত্র করিল প্রহার
সহস্র সহস্র বীর করিল সংহার ।

অনন্ত ফনীন্দ্র যেন মন্থে সিন্ধুজল
দুই ভাই রাজাগন মথিল সকল।
রক্তের বহিল নদী রক্তেতে সাঁতারে
রক্তমাংশাহারি বীর ঘোররব করে।
বিস্ময় হইয়া চিত্তে নর রাজাগন
জানিল মনুষ্য নহে এই দুই জন।
এত ভাবি নিবর্ত্ত হইল রাজাগণ
দুই ভাই আনন্দিতে কৈল আলিঙ্গন।
চতুর্দ্দিগ হইতে আইল দ্বিজগন
জয় দিয়া করে আশিষ বচন।
মহাভারতের কথা অমৃতেরধার
ইহলোকে পরলোকে হিত উপকার।
কাশীরামদাস কহে পাঁচালির ছন্দ
সজ্জন রসিক সাধু হেতু মকরন্দ।

যোজনে চৌদিগে হৈল খেদা
দীর্ঘ শত ক্রোশ রক্তে হৈল কাদা।
মার মার বলি পূর্ব্বে শব্দ হৈল
সেই ভয়ে যতেক ব্রাহ্মণ পলাইল।
হীন বাস যায় শীঘ্র চলি
পুস্তক পড়ে নাহি লয় তুলি।
চর্ম্মশালুকা বাদে হৈতে ছাতা
ফেলি কেহ ছিঁড়ি ফেলে পৈতা।
পাছে ধায় সভে পাছে নাহি চায়
চতুর্দ্দিগে ব্রাহ্মণ পলায়।
হইল যুদ্ধ ক্ষত্রি ভগিয়ান
না হয় রাজাগণ অপমান।
রথ কোথা, গজ কোথা ভূপতিগণ
লইয়া প্রাণ ধায় রাজাগণ।

যে দিগে পারিল যাইতে সে, গেল সে দিগে
পশ্চিম বাসি রাজা পলায় পূর্ব্বভাগে।
উত্তরের রাজাগন দক্ষিনেতে গেল
পথাপথ নাহি জ্ঞান যে দিগে পাইল।
হুড়াহুড়ি ঠেলাঠেলি না পাইয়া পন্থ
একে চাঁপি আর যায় যেই বলবন্ত।
বৃষ উট পদা চাঁপে যায় হস্তিগন
হস্তির উপর দিয়া রথের গমন।
রথের উপর বেগীবন্ত আসোয়ার
চাকরে চাঁপিয়া যায় ভৃত্য মালি আর।
ঠেলাঠেলি চাঁপাচাঁপি অন্ধ সৈন্য সৈন্য
স্থানেং পর্ব্বত আকার সব হৈল।
একপদ কাটা কারু কাটা দুই ভুজ
বুকের প্রহারে কেহ হৈয়াছে কুবুজ।

মরার ভিতরে কেহ মরা হৈয়া রহে
দশযোজন গিয়া কেহ ভয়ে স্থির নহে।
ভাঙ্গিল রাজ্যের ঘর দেওল প্রাচীর।
বৃক্ষ লতা চূর্ণ হৈল প্রাসাদ মন্দির।
পঞ্চালের রাজ্যে না রহিল বৃক্ষ ঘর।
কেবল পাইল রক্ষা দ্রুপদনগর।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীদাস কহে সাধু জন করে পান।

আশ্চর্য্য শুনিয়া তবে রাজা জন্মেজয়
জিজ্ঞাসিল মুনিবরে করিয়া বিনয়।
কহ মুনিবর পুনঃ অদ্ভুত এ কথা
পৃথিবীর রাজাগণ মিলিয়াছিল তথা।

অবরুদ্ধ সৈন্য না যায় গমন
বলিল মাত্র ভাই দুইজন।
দ্রুপদ নৃপে হেন অবিহিত
পাইয়া ভীত।
ক্ষত্রি কন্যারে
প্রকারে।
সুত
অচ্যুত।
দ্বার
ধর।
রাজ
রাজ।
রহস্য শুনহ কুরুরাজ
আমি ক্ষত্রির সমাজ।

করিল ... যুদ্রুপদ নৃপতি
ধৃষ্টদ্যুম্ন সত্যজিত সিখণ্ডি সংহতি ॥
শিশুপাল সহ সত্যজিতের সংগ্রাম
বিরাট সিখণ্ডি যুদ্ধ ... ক অনুপম ।
তিন অক্ষোহিনি দলে কৈল মহারন
অনেক সংগ্রাম কৈল করি প্রানপন ॥
জরাসিন্ধু সহিত দ্রুপদ নরপতি
ধৃষ্টদ্যুম্ন কৈল যুদ্ধ কীচক ...র্ত্তি ।
দুর্য্যোধনে ডাকিয়া বলি... দ্রোনাচার্য্য
নিবর্ত্তহ দ্বিজ সঙ্গে দ্বন্দে নাহি কার্য্য ।
ব্রাহ্মন বিক্ষিল লক্ষ সভার বিদিত
তাহার সহিত যুদ্ধ না হয় বিহিত ।
অবিহিত কর্ম্ম কৈলে ধর্ম্ম নাহি সহে
অধর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইলে কোথাও জয় নহে

ভীষ্ম বলে দ্রোনাচার্য্য যাইব কেমনে
লক্ষ রাজা বেড়িলেক একক ব্রাহ্মনে।
পরার্থে দ্বিজার্থে সাধু সদা ত্যজে প্রান
হেন নীতশাস্ত্রে কহে আগম পুরান।
সাক্ষাতে দেখিয়া ইহা যাইব কেমনে
রাখিব ব্রাহ্মন আজি মারি রাজাগনে।
তোমা কেহ যেন ধর্ম্ম না চাহি আচার্য্য
প্রানপনে করে লোক স্বজাতি সাহায্য।
ঘোর দেখ হীনাশ্র দুর্ব্বল দ্বিজগন
প্রানপনে যাইতেছে জাতির কারন।
দ্বিজ নহে এ যদি কুন্তিপুত্র হব
এ কষ্টে রাখিয়া ইহা কেমনে যাইব।
দ্রোন বলে একা পার্থ হয় ইথে ক্ষেম
বিশেষ বুঝিব আজি পার্থের বিক্রম।

হে অর্জুন রণেতে যদি হৈব শুস্থ।
হের দেখ বন্ধু তার দুষ্টগীন যম।
যুইস্তেকে সভাকার করিব সংহার
এক্ষানে রহিবা তেঁই ভদ্র নাহি আর।
হার দেখ বেগে আইশে হাতে তরুবর
অন্য কেহ নহে এই বীর বৃকোদর।
জানি আমি ভাল মতে তাহার চরিত্র
নাহি পরাপর জ্ঞান যুদ্ধেতে পিরিত।
দুবের্দর বালক বলি নাহি জান ভীমা
পিতামহ বলিয়া না কহিবেক তোমা।
তোগৃহে পোড়াইলে সেই ক্রোধ আছে
হার দেখ এই দিগে আইশে হাতে গাছে
চল শীঘ্র নহিলে হইব পরমাদ
পার বুঝি বৃক্ষ বাড়ি খাইতে আছে সাধ।

দ্রোণের বচন শুনি চলিল গান্ধব
দুর্য্যোধন প্রভৃতি লইয়া সৈন্য সব।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সাধু শুনে পুণ্যবান।

ভীমের ভৈরবাকার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি
হাতে বৃক্ষ ধায় যেন যুগান্ত সম্বর্ত্তি।
ভঙ্গ দিয়া রাজাগন বীর চমকিত
নগরেতে মহারোল হইল অপ্রমিত
হেন কালে আইল পুরের একজন
দ্রৌপদির আগে কহে করিয়া ক্রন্দন।
দেখ সৈন্য ভঙ্গ যেন সিন্ধু উথলিল
নগরের পুর ঘর সকল ভাঙ্গিল।

মোর ভাল মন্দ এবে তোমারে না লাগে
ব্রাহ্মনের হইলাম আছি তার আগে।
যাহ শীঘ্র না রহিয় আমার সম্পদ
শুনিয়া দ্রৌপদি বত্তা বেথিত দ্রুপদ।
পুত্রগান আনি কহে সকরুন বানী
যতেক কহিয়া পাঠাইল যজ্ঞসেনী।
চল যাহ পুত্রগানি সম্বরহ রন
এ সৈনা সাগর কে করিবে নিবারন।
সমান সহিতে সে সংগ্রাম সুশোভন
না শোভে পতঙ্গ প্রায় অগ্নিতে মরন।
বিশেষ না জানি অন্তপুর ভদ্রাভদ্র
সৈনাগান কোলাহল প্রলয় সমুদ্র।
আপনার প্রান যথ রাখ পুরজন
আমি রহিলাম দ্বিজ সাহায্য কারন।

কৃষ্ণা যে কহিল যুদ্ধ হইত নিবারন
তোমা সভা যাইতে কহি তথির কারন ।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে তুমি সভে যাহ ঘর
কৃষ্ণার রক্ষনে আমি আছি একেশ্বর ।
এত বলি পুরোধি পাঠাইল সভাকারে
পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন গিয়া প্রবেশে সমরে ।
করিল অনেক যুদ্ধ কিচক সংহতি
গদাঘাতে ধৃষ্টদ্যুম্ন করিল বিরথি ।
গদার প্রহারে তার চুর্ন হৈল জ্ঞান
হাতে হৈতে খসিয়ে পড়িল ধনুর্ব্বান ।
নিরস্ত্র বিরথ হৈয়া দ্রুপদনন্দন
দ্বিতগীর মধ্যে পসি রাখিল জীবন ।
কাঁদয়ে দ্রৌপদী তবে করিয়া বিলাপ
না জানিয়ে কিবা হৈল যুদ্ধ মোর বাপ

না জানিয়ে কিবা হৈল ভ্রাতৃ মাতৃগণ
না জানিয়ে কিবা হৈল রাজ্যের প্রজাগণ।
কৃষ্ণার বচন শুনি বলে ধনঞ্জয়
কি হেতু কাঁদহ দেবী কারে তোর ভয়।
কৃষ্ণা বলে আপনাকে নাহি করি তাপ
মোর হেতু সবংশে মজিল মোর বাপ।
পার্থ বলে কিবা হৈব করিলে বিষাদ
অভয় পঞ্জর হয় গোবিন্দের পাদ।
মহাবিপদ পথে সিন্ধু তারিতে তরনি
গোবিন্দের নাম বিনে না কহ যজ্ঞসেনী।
অর্জুনের বাক্যে কৃষ্ণা স্মরে জগন্নাথ
হে কৃষ্ণ আপদহর্ত্তা সভাকার তাত।

তোমা বিনে রাখে মোরে নাহি হেন জন
আমারে বিপদে রক্ষা কর নারায়ন ।
তাত মাতা রাখ মোর রাখ ভ্রাতৃগন
রাজ্য দেশ রাক্ষ মোর যত প্রজাগন ।
তুমি যদি সত্যপাল আমি যদি সতী
সভা জিনি মোরে লওন দ্বিজ মোর পতি ।
দ্রৌপদির আপদ জানিয়ে জগন্নাথ
নাহি ভয় বলি বলে তুলি বামহাত ।
দ্রৌপদিরে আশ্বাসি বাজান পাঞ্চজন্য
শব্দেতে নিঃশব্দ হৈল যত রিপুসৈন্য ।
সর্ব্ব যদুগানে ডাকি গোবিন্দ বলিল
এই দেখ লক্ষরাজা অর্জুনে বেড়িল ।
সৈন্যগন গতায়াতে ভাঙ্গিল নগর
যত্নপূর্ব্বে রাখ সব পঞ্চালের ঘর ।

সাতাকি গদ পুদ্যুম সারন
গোবিন্দে চাহিয়া বলে করিয়া গর্জন।
এই যে ধনঞ্জয় কুন্তির কুমার
তুমি তার প্রিয় বন্ধু বলয়ে সংসার।
এ মহা সঙ্কট মধ্যে পড়িয়াছে একা
আর কোন বেলা তার তুমি হবে সখা।
তুমি ক্ষমা কৈলে না ক্ষমিব আমি সব
মারিয়া ক্ষত্রিয়গনে রাখিব পাণ্ডব।
এত বলি চলে সভে যুদ্ধ করিবারে
বুঝাইয়া বাসুদেব রাখিলা সভারে।
তক্ষন আমি মারিতাম রাজাগন
যুদ্ধ করিবারে রাম কৈল নিবারন।
রামের বচন কেবা লঙ্ঘিবারে ক্ষেম
এখানে বুঝিব অর্জুনের পরাক্রম।

পৃথিবীর লোক যদি হয় একত্রিত
অর্জ্জুনে জিনিতে নারে কহিনু নিশ্চিত ॥
অসুখ না হও কিছু অর্জ্জুনকারণ
পঞ্চালনগর গিয়া করহ রক্ষণ ।
কৃষ্ণের বচনে যত যাদবকুমার
রক্ষা হেতু গেলা সর্ব্বে পঞ্চালনগর ।
অস্ত্র শস্ত্র হাতে দ্বিতি দ্বারে জন২
রাখিল সকল পুজা নিবারি সৈন্যগন ।
যথা কুন্তি আছে কুম্ভকার কর্ম্মসাল
তথা রক্ষা হেতু গেলা শ্রীরাম গোপাল ।
মহাভারতের কথা সুধাসিন্ধুবত
কাশীদাস কহে সাধু পিয়ে অবিরত ।

মুনিবর বলে শুন রাজা জন্মেজয়
জিনিয়া সকল সৈন্য ভীম ধনঞ্জয়।
সমস্ত দিবস গেল হৈল সন্ধ্যাকাল
ফিরে২ চলিলা ভার্গব কর্ম্মশাল।
দোঁহার পশ্চাত চলে দ্রুপদনন্দিনী
মত্তহস্তী পাছে যেন চলিল হস্তিনী।
চতুর্দ্দিগে বেষ্টিত যতেক দ্বিজগন
কেমনে বাহির হব চিন্তে দুই জন।
কৃতাঞ্জুলি হইয়া বলয়ে দ্বিজগনে
বিদায় হইয়ে আজি সভাকার স্থানে।
অর্জ্জুনের বাক্য শুনি বলে দ্বিজগনে
এত অপ্রিয় দ্বিজ বল কি কারনে।
তোমা দোঁহা সঙ্গ না ছাড়িব কদাচন
না জানিহ কিবা করে যত ক্ষত্রিগন।

নিশাকালে তোমা দোঁহা নিঃসখ্যা দেখিয়া
দোঁহে মারি দ্রৌপদিরে লইবে কাড়িয়া।
দোঁহারে বেড়িয়ে সভে থাকিব চতুর্ভিতে
যাবত না শুনি ক্ষত্রি নাহি এ দেশেতে।
পার্থ বলে সে ভয় না কর দ্বিজগন
আজি যাহ কালি সভা করিব মিলন।
অনেক প্রকারে পুনঃপুনঃ বুঝাইল
তথাপিহ দ্বিজগন সঙ্গ না ছাড়িল।
দ্বিজগন মধ্যে ছিল ধৌম্য তপোধনে
ডাকিয়ে নিভৃতে কহে সব দ্বিজগনে।
কোথাকারে যাহ সভে এ দোঁহা সংহতি
চিনিলে কি এই দোঁহে হয় কোন জাতি।
কিবা দৈত্য কিবা দেব রাক্ষস কিন্নর
কাহার তনয় দোঁহে কোন দেশে ঘর।

সংহতি তবে কোন প্রয়োজন
চ্ছা তথাকারে কৃষ্ণ গমন।
বাক্য শুনি সভে ভয় হৈল মনে
কার সংহতি ছাড়িল দ্বিজগণে।
। মধ্যেতে আছিল প্রদ্যুম্ন
য়ামোহ না ছাড়িল কদাচন।
শে পাছেপাছে চলিলা সংহতি
ঘোর অন্ধকার কৃষ্ণপক্ষ রাতি।
লে যুধিষ্ঠির সঙ্গে দুই ভাই
ভার্গব গৃহে মিলিলে তথাই।
কার গৃহে ভোজের নন্দিনী
হরষে গেল হইল রজনী।
য়া পুত্রগণে কাঁদয়ে ব্যাকুলে
ও ক্লেশে বৈসে ভাসে অশ্রুজলে।

এতক্ষন নাহি আইল কি হেতু না জানি
কার সহ দ্বন্দ ভীম করেছে আপনি।
চতুর্দ্দিগে শুনিয়ে সৈন্যের কোলাহল
দ্বিজগন মারং ডাকিছে সকল।
অনুক্ষন দ্বন্দ বিনা ভীম নাহি জানে
আজি নাহি জানি বিরোধ কৈল কার সনে।
এই হেতু দ্বিজে ফিরা মারে ক্ষত্রিগন
বহু বিলাপিয়া কুন্তি করয়ে রোদন।
হেন কালে ওত্তরিল পঞ্চসহোদর
হৃষ্টচিত্তে মায়েরে ডাকিছে বৃকোদর।
আজি মাতা সমস্ত দিবস দুঃখ পাইলে
ওপবাসি একেশ্বর গৃহেতে রহিলে।
অনেক কলহ আজি হইল জননী
তেকারনে হইল মাতা এতেক রজনী।

রজনীতে পাইল ভিক্ষা দেখ আশি মাতা
কুন্তি বলে বাঁটিয়া লহ পঞ্চভ্রাতা।
তোমা সভাকার বাক্য কর্ণে শুনি সুধা
আনন্দসমুদ্রে ডুবি গেল মোর ক্ষুধা।
আইস২ পুত্র আমার প্রান ধন
নিকটে আইসহ দেখি সভার বদন।
এত বলি শীঘ্র কুন্তি হইল বাহির
একে২ চুম্ব দিল সভাকার শির।
সভার পশ্চাত দেখে দ্রুপদনন্দিনী
পূর্নিমার চন্দ্র যেন শরত রজনী।
আশ্চর্য্য দেখিয়া কুন্তি পুছে পঞ্চসুতে
কেবা এ সুন্দরী দেখি তোমার পশ্চাতে।
তৃতীয় বলে জননী এ দ্রুপদদুহিতা
একত্রে নগরে শুনিলে যার কথা।

ইহার কারনে মাতা দ্বন্দ্ব কৈল
তোমার প্রসাদে সর্ব্ব রাজারে জিনিল ॥
এই ভিক্ষাহেতু মাত্রা হইল রজনী
অন্য ভিক্ষা কৈলে মাতা দিলে অন্ন পানি ॥
কেন হেন বল পুত্র কি কর্ম্ম করিলে
কন্যারে আনিয়ে কেন ভিক্ষা যে বলিলে ॥
ভিক্ষা জানি করি বাঁটি খাও পঞ্চজন
কেমতে আমার বাক্য করিবে লঙ্ঘন ॥
এত বলি দ্রৌপদীরে কুন্তি ধরি হাতে
যুধিষ্ঠির আগে কহে কাঁন্দিতে২ ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাধর্ম্ম তাত তোমাতে গোচর
শুনিয়াছ যাহা আমি করিল ওত্তর ॥
পুত্র হৈয়ে মাতাবাক্য লঙ্ঘিবে কেমতে
না লঙ্ঘিলে বিপরিত হইবে শুনিতে ॥

যে যাতে লঙ্ঘন তাত নহে মোর বানী
ধর্ম্মচ্যুত নহে যেন দ্রুপদনন্দিনী।
বুঝিয়া বিধান তাত করহ আপনি
এত বলি কাঁদে দেবী চক্ষে বহে পানি।
মায়ের বচন শুনি ধর্ম্মের নন্দন
ব্যাসের বচন পূর্ব্বে হইল স্মরন।
একচক্রা নগরে বলিলা ব্যাস মুনি
পূর্ব্বে দ্বিজকন্যারে কহিলা শূলপানি।
পঞ্চস্বামী হবে তোর না হয় খণ্ডন
সেই কন্যা কৃষ্ণা নামে জন্মিলা এক্ষন।
ভাবি জানি মায়ে বলে আশ্বাস বচন
তোমার বচন মাতা নহিবে লঙ্ঘন।
অর্জ্জুনের চিত্ত তবে বুঝিবার তরে
অর্জ্জুনের প্রতি কহে ধর্ম্ম নৃপবরে।

বড়কর্ম্ম কৈলে ভাই বহুকষ্ট পাইলে
লক্ষবিন্ধি লক্ষরাজা সমরে জিনিলে ॥
বহুকষ্টে প্রাপ্তি হৈল দ্রুপদনন্দিনী
শুভকর্ম্মে বিলম্ব করহ আর কেনি ॥
ডাকাইয়া আনিয়ে বৌম্যাদি দ্বিজগন
বিভা কর আজি বড় রজনী শুভক্ষন ॥
এত শুনি কৃতাঞ্জুলি কহে বীনঞ্জয়
অবিহিত কি হেতু বলহ মহাশয়
লোকে বেদে নিন্দে যেই কর্ম্ম দুরাচার
তুমি অবিভাত বিভা হইবে আমার ॥
প্রথমে তোমার বিভা ভীম তার পাছে
তদন্তরে আমার শাস্ত্রেতে যেন আছে ॥
পার্থবাক্য শুনি বীস্ম হৈলা হর্ষমন
শিরে চুম্ব দিয়া রাজা কৈলা আলিঙ্গন ॥

ধর্ম্ম চক্র সালে তবে হইলা প্রবেশ
হেন কালে আইলা শ্রীরাম হৃষীকেশ।
মহাভারতের কথা অমৃত সমান
কাশীদাস কহে সদা শুনে পুন্যবান।

পুনাম করিয়া দোঁহে কুন্তির চরনে
বসুদেবসুত আমি ভাই দুইজনে।
শুনি সুরসেনসুতা দোঁহা কৈলা কোলে
দোঁহারে করাইল স্নান নয়নের জলে।
কোথা ছিলা তাত মোর অন্ধনের নড়ি
হাপুতির পুত্র তোরা দরিদ্রের কড়ি।
দ্বাদশ বৎসর আজি মুখ নাহি দেখি
অনুক্ষণ কান্দিয়া দুর্ব্বল হৈল আক্ষি।

আজিকার রাত্রি মোর হইল সুপ্রভাত
দ্বাদশ বৎসরের কষ্ট আজি গেল তাত।
কহ তাত পুর্ব্বের কুশল সমাচার
আমার জননীগণ ভ্রাতার আমার।
দ্বাদশ বৎসর হৈল নাহি দেখি শুনি
কেবা মরে কেবা জিয়ে একই না জানি।
নাহি চাহি তোমার এতেক নিষ্ঠুরতা
না চাহিয়ে এতেক নির্দ্দয় তোমার পিতা।
বনে২ কত ভ্রমিলাম দেশে দেশে
দ্বাদশ বৎসর মোর না কৈল উদ্দেশে।
কৃষ্ণ বলে পিতৃস্বসা ত্যজ মনস্তাপ
না ভুঞ্জিলে না যাএ পুর্ব্বের পাপ।
পাইদাহে যেন বলি পাইল বাতা
সাতদিন অন্ন জল না ছুইল পিতা।

আমা পাঠাইল তবে বুঝিতে কারণ
বিদুরের ঠাঞী তবে পাইল বিবরণ।
দ্বাদশ বৎসর কষ্ট অরণ্যেতে পাইলে
তোমা স্মরি জাত তরে ভাসে অশ্রুজলে।
শত্রুভয়ে তোমা সভার প্রয়াস না কৈল
মন আত্মা সকল তোমার ঠাঞী ছিল।
শোক না করহ দেবি দুঃখ হৈল শেষ
কালি কিম্বা পরশ্ব চলহ নিজদেশ।
কুন্তিরে প্রণাম করি গেলা ধর্ম্মপাশ
কৃতাঞ্জলি প্রণমিলা সকরুণ ভাষ।
শীঘ্র উঠি ধর্ম্মসুত কৈল আলিঙ্গন
দোঁহাকার অশ্রুজলে ভাসে দুইজন।
স্নেহভাব দোঁহারে না ছাড়ে দুইজন
বহুক্ষণে দোঁহা মুখে নাস্ফুরে বচন।

তবে রাম কৃষ্ণ পঞ্চভাই সম্ভাসিয়া
যতেক পূর্ব্বের কথা পুছেন বসিয়া।
কহিল সকল কথা বিপ্রের নন্দন
জৌগৃহে যেনমতে করিল দাহন।
বিদুরের মন্ত্রণাতে তরিল তাহাতে
রাক্ষসের মুখে হৈতে বাঁচিল যেমতে।
বনে২ দেশ২ তপস্বির বেশ
দ্বাদশ বৎসর সব যত পাইল ক্লেশ।
একে২ কহিল সকল বিবরণ
শুনি আশ্বাসিয়া বলে দেবকীনন্দন।
দুষ্ট ধৃতরাষ্ট্র নষ্ট তার পুত্রগণ
সমুচিত ফল তারা পাইবে এক্ষণ।
যদি প্রীতে বাঁটিয়ে না দিবে রাজ্যভার
আমি সব মিলি তার করিব সংহার।

যুধিষ্ঠির বলিল শুন দেব দামোদর
কেমতে জানিলে আমি কুম্ভকারঘর ।
কৃষ্ণ বলে যে কর্ম্ম করিল তব ভাই
মনুষ্য করিবে হেন শক্তি ত্রিভুবনে নাই ।
বিনা ভীমার্জ্জুন অন্য করিতে না পারে
এতেই জানিলাম আমি আছ এই ঘরে ।
যুধিষ্ঠির বলে আজি হইল সুপ্রভাত
তেই আজি নয়নে দেখিল জগন্নাথ ।
একমাত্র বড় ভয় হইতেছে অন্তরে
সভে জ্ঞাত হৈল আমি কুম্ভকারঘরে ।
বিশেষে তোমার হয়েছে আগমন
এ সকল বার্ত্তা পাছে শুনে দুর্য্যোধন ।

গোবিন্দ বলিল রাজা ভয় কর কারে
শত দুর্যোধন তোমা কি করিতে পারে॥
তিনলোক সহায় করিয়ে যদি আইসে
মুহূর্ত্তেকে নিবারিব চক্রের নিমেষে।
সপ্তবংশ সহ আমি যজ্ঞসেন সখা
সভারে করিবে জয় ভীমার্জুন একা।
যুধিষ্ঠির বলে আমি তাঁহারে না গনি
জ্যেষ্ঠতাত ধৃতরাষ্ট্র বড় ভয় মানি।
আজিকার রজনি বঞ্চিব এই দেশে
যেই চিত্তে লয় কালি করিব দিবসে।
এত বলি যেলানি করিল দুই জন
বিদায় হইয়া গেল রাম নারায়ন।
মহাভারতের কথা অমৃতসমান
কাশীরাম কহে সদা শুনে পুণ্যবান।

হেথা যজ্ঞসেন রাজা যাজ্ঞসেনী শোকে
গড়াগড়ি দিয়ে রাজা কাঁদে অধোমুখে ।
রাজারে বেড়িয়ে কাঁদে যত মন্ত্রিগণ
পুত্রগণ কাঁদে যত অন্তঃপুরজন ।
হেনকালে ধৃষ্টদ্যুম্ন উত্তরিল তথা
রাজা বলে একা দেখি কৃষ্ণা মোর কোথা ।
হরিয়া নিল কি মোরে কৈল হেনগতি
অবহেলে হারাইলাম কৃষ্ণা গুণবতী ।
কহ পুত্র কৃষ্ণার কুশল সমাচার
কে হইল লক্ষ বিন্ধি দ্রুপদকুমার ।
এক দ্বিজে বেড়িছিল যত রাজাগণ
কহ পুত্র সংগ্রামে জিনিল কোন জন ।
সর্বনাশ কৈল মোর কোন মুনিবর
কি বোলে কৃষ্ণারে করিল স্বয়ম্বর ।

ধনুর্ব্বান দিল লক্ষ করিয়ে নির্ম্মান
বলিল অর্জুন বিনে না পারিবে আন।
মোর কর্ম্মদোষে মুনির বাক্য মিথ্যা হৈল
কালে বিপরিত ফল আমারে ফলিল।
কহ বাপ কৃষ্ণা রাখি আইলা কোথায়
কৃষ্ণা ছাড়ি কোন মুখে আইলা এথায়।
হা কৃষ্ণা২ মোর প্রানের তনয়া
এত বলি পড়ে রাজা মুর্চ্ছাগত হইয়া।
ধৃষ্টদ্যুম্ন বলে আর না কান্দ রাজন
সকল মঙ্গল রাজা ত্যজ দুঃখ মন।
ব্যাসের বচন রাজা কভু মিথ্যা নহে
তোমার মানস পূর্ণ হইল নিশ্চয়ে।
শুনি কহ২ বলি উঠিল রাজন
কেমতে হইল সত্য ব্যাসের বচন।

চারি ভাগ দেহ এই চারি বিদ্যমানে
এক ভাগ দ্রৌপদী করহ দুই স্থানে।
তুমি অর্দ্ধ লহ মোরে দেহ অর্দ্ধ আনি
ক্রোধে বলে পুত্র দ্বিজ চাহিয়া জননী।
এত রাত্রে অতিথিরে কোথায় পাইব
ভুঞ্জিয়া থাকিব কিম্বা নিদ্রায় থাকিব।
আজিকার ভিক্ষা যাতা অতিরিক্ত নহে
বিশেষে [illegible] শূন্যে পেটে অগ্নি দহে।
আজিকার যেমন যাত্রা অতি [illegible]
ভয়েতে জননী বলে [illegible] হউক।
পুন বলে অতিথিরে ভাগ দেহ মোরে
কালি রাত্রে যত ইচ্ছা দিও অতিথিরে।
[illegible] বলি পুত্র [illegible] জননী
সেই কালে [illegible] দিলেক যাজ্ঞসেনী।

গ্রাস দুই তিনে তাহা সকলি খাইল
মণ্ড আন মণ্ড আন বলি ডাক দিল।
না পাইয়া মণ্ড ক্রোধে কটাক্ষেতে চাহে
মোর মনে দ্রোপদিরে মারিলেক পায়ে।
এই হেতু মাতা তোরে জন্মে মোর ক্রোধ
তুমি কহ ভীমে নারি করিতে প্রবোধ।
মাতা বলে তাত আজি মোরে দোষ মণ্ড
নুতন রান্ধনি আজি না রাখিল মণ্ড।
মায়ের বচনে ... মতে শান্ত হৈ।
ভোজন করিয়া গিয়া আচমন ...।
ভোজন করিয়া চাহে শয়ন করিতে
সভার কনিষ্ঠে বলে শয্যা পাতি দিতে।
সভার উপরে শয্যা কৈল ...।
পঞ্চ ভাইয়ের শয্যা তার পদান্তর।

রাজার পাইয়া আজ্ঞা চলিল ব্রাহ্মন
ব্রাহ্মনে দেখিয়া নমিল পঞ্চজন।
যুধিষ্ঠিরে চাহিয়া বলয়ে দ্বিজমনি
সত্যাশীন বীর্য্য তুমি বুঝি অনুমানি।
যাহা জিজ্ঞাসিব নাহি করিবে ভণ্ডন
পরিচয় ইচ্ছে তোমার দ্রুপদ রাজন।
দ্রুপদ রাজার এই মানস আছিল
দ্রোপদী কুমারী তার যে দিনে জন্মিল।
কুরুবংশে পাণ্ডুরাজা সখা প্রিয়তর
তাহার পুত্রে কন্যা দিব ছিল্ল অন্তর।
গৃহদাহে মাতা সহ মৈল পঞ্চভাই
সভে এই কথা কহে প্রত্যয় না যাই।
ব্যাদ্দ সহ যক্তি করি [illegible] পন
বিনা পার্থ বিন্ধিতে নারিবে অন্যজন।